দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন ছাত্ররাই গড়তে পারে

বৃটিশ শাসনামলে পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। আসলে কঠিন বাস্তবতার সমগ্র প্রতিকূলতাকে প্রতিহত সকল পন্থাই ছাত্র জীবনের আদর্শ ও কাম্য। আর তাই লেখাপড়া ও জ্ঞান অর্জন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক সচেতনতা। কারণ, আজকের ছাত্র সমাজই আগামী দিনের দেশ-জাতির কাণ্ডারী। যেহেতু রাজনীতির অঙ্গনেই তৈরী হয় দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি, সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা, সেহেতু ছাত্র সমাজের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যৎ। তাই যে দেশের ছাত্র সমাজ যত বেশী সচেতন, যাদের জীবন পদ্ধতি সুশৃংখল, নিয়মতান্ত্রিক— সে দেশ তত বেশী সমৃদ্ধশালী। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও ছাত্র সমাজ ও রাজনীতি বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছে। অসংযম, ক্রোধ, ঔদ্ধত্য, হিংসা ছাত্র সমাজকে অধঃপতনে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে, শিক্ষাঙ্গনে দেখা দিয়েছে সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড— যা হাতে গোণা কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদদের স্বার্থ উদ্ধারের ফল। এতে শিক্ষা হচ্ছে ব্যাহত, ঘটছে রক্তপাত, জীবন নাশ—— ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গোটা ছাত্র সমাজ। বর্তমানে ছাত্রদের কাঁধে অস্ত্র রেখে যে সমস্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চলছে, তাতে ছাত্র রাজনীতি, আদর্শ ও নীতি ধ্বংস হচ্ছে। এটা কোন অবস্থাতেই অভিভাবকদের সদ্ভাব না মেনে নেওয়া। তাই, ছাত্র সমাজকে দলীয় স্বার্থ ত্যাগ করে স্বার্থান্বেষী মহলের লেজুড়বৃত্তি পরিত্যাগ করে আপামর গণমানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে। তবেই, ছাত্র রাজনীতি ফিরে পাবে তার পুরনো ঐতিহ্য।

—মোঃ মুনির হোসেন (মুন্নু)